দ্বাবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শনপূর্বক সকলকে সতর্ক করা হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড প্রদান করিয়া সকলকে শিক্ষা দিলেন যে, বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ করিয়া কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও বৈষ্ণবের কৃপার অভাবে তাহার কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় না।

শ্রীগৌরচন্দ্র নিজ-জননীর বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষমাপন-লীলা দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধের আরও গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া নিজতত্ত্ব নিজ মুখে বর্ণন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর-গোস্বামী অবসর-সময়োচিত সেবা করিতে থাকিলেন এবং সকলের অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন। তখন শ্রীবাসপণ্ডিত শচীদেবীকে প্রেম প্রদান করিতে গৌরচন্দ্রের নিকট অনুরোধ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তদুত্তরে বলিলেন,---জননী বৈষ্ণবাপরাধহেতু প্রেমভক্তির অধিকারিণী নহেন।

সর্বজগতের প্রভু শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্রের জননীরও প্রেম-ভক্তিতে অধিকার হইবে না শুনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধের কারণ বর্ণনপূর্বক বলিলেন যে, বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইলে বৈষ্ণব ব্যতীত স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহা খণ্ডন করিতে পারেন না এবং তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি অম্বরীষ-স্থানে দুর্বাসার অপরাধের কথা বর্ণন করিলেন।

অদ্বৈতপ্রভুর নিকট শচীদেবীর অপরাধ (?) হইয়াছে---সকলে ইহা জানিতে পারিয়া অদ্বৈতপ্রভুর নিকট গমনপূর্বক শচীদেবীর অপরাধ (?) মার্জনার্থ সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শুনিয়া লজ্জায় বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক শচীদেবীর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন শচীমাতা সুযোগ বুঝিয়া অদ্বৈতপ্রভুর পদরজঃ মস্তকে তুলিয়া লইয়া প্রেমাবিষ্টা হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে গৌরহরি পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন যে, জননী এক্ষণে প্রেমভক্তির অধিকারিণী হইয়াছেন।

শচীদেবীর অদ্বৈত-স্থানে অপরাধের কারণ এই যে, একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ পিতার সঙ্গে ভট্টাচার্য-সভায় গমন করেন। তথায় জনৈক ভট্টাচার্য বিশ্বরূপের পাঠ্য-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে পিতা জগন্নাথ মিশ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া বালককে চপেটাঘাতপূর্বক নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিশ্বরূপ পিতৃসঙ্গে গৃহে গমন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সেই ভট্টাচার্যকে নিজ প্রহারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পুনর্জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করেন এবং ভট্টাচার্যের অভিপ্রায়-ক্রমে নিজ পাঠ্য সূত্রের বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা, খণ্ডন ও স্থাপন দ্বারা সভ্যগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন।

বিশ্বরূপ সমগ্র জগৎ ভক্তিশূন্য দেখিয়া চিত্তে বড়ই দুঃখ অনুভব করিতেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির কথা ব্যাখ্যা করিতেন। তজ্জন্য বিশ্বরূপ সর্বদা অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিয়া সুখলাভ করিতেন।

একদিন বিশ্বম্ভর জননী-আদেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আহারার্থ আহ্বান করিতে অদ্বৈতসভায় গমন করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে দর্শনপূর্বক পরম মোহিত হইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং সকল বৈষ্ণবই শিশু বিশ্বম্ভরের রূপে পরম আকৃষ্ট হইলেন।

কালক্রমে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক সংসার ত্যাগ করিলেন; তাহাতে শচীমাতা গভীর শোক অনুভব করিলেও বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে কোন কিছু বলিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া সকল শোক বিস্মৃত হইলেন।

বিশ্বম্ভরও ক্রমে ক্রমে নিজ স্বরূপ প্রকাশপূর্বক লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গও পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা অদ্বৈত-সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাহাতে শচীমাতা দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, অদ্বৈত তাঁহার একটি পুত্রকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন এবং তিনি অপর পুত্রটিকেও তদ্রূপ পরামর্শ প্রদান করিতেছেন। সুতরাং অদ্বৈতপ্রভু মায়াবিস্তার করিয়াছেন।

এই মাত্র অপরাধ-ফলে (?) শচীমাতা ভগবৎসেবাবিমুখিনী হইয়াছেন বলিয়া গৌরসুন্দর জননীকে লক্ষ্য করিয়া সকল জগৎকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ক হইবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর।।১।।
জয় জয় শচী-সূত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
'কৃষ্ণ' নাম দিয়া প্রভু জগৎ কৈল ধন্য।।২।।

দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড প্রদানপূর্বক প্রভুর নিজাবাসে গমন—

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর।।৩।।
বাক্যদণ্ড দেবানন্দপণ্ডিতেরে করি'।
আইলা আপন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।৪।।

বহির্মুখ পড়ুয়াগণের সঙ্গই—দেবানন্দের দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ—

দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ-বাসে।
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট-সঙ্গদোষে।।৫।।
দেবানন্দ-হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞি।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই।।৬।।

ভগবৎসেবকের অনুগ্রহ ব্যতীত সেবোন্মুখতাধর্মের অভিনয়ও বৃথা—

বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
'ভক্তি' বিনা জপ-তপ অকিঞ্চিৎকর।।৭।।

বৈষ্ণবাপরাধীর নামসেবার অভিনয়ে কৃষ্ণপ্রীতি অলভ্য–ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর ও বেদের বাণী—

বৈষ্ণবের ঠাঁই যা'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তা'র প্রেম-বাধ।।৮।।
আমি নাহি বলি,—এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন।।৯।।

প্রভুর নিজ-জননীর আদর্শে নামাপরাধ-বর্জন-শিক্ষা-প্রদান—

যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব আছিল তাঁহার।।১০।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

----এই শ্লোকের বিচারমতে শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম দিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছিলেন। নাম-ভজনের প্রণালী শ্রীঠাকুর হরিদাসের দ্বারা প্রচার করাইয়া তাদৃশ ভজনদ্বারাই যে কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য হয়, তাহা জানাইয়াছিলেন।।১।।

আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মা'য়েরে দিলেন প্রেম সবা' শিখাইয়া।।১১।।

শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধের কারণ—

এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে।।১২।।
একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
উঠিয়া বসিল বিষ্ণুখট্টার উপর।।১৩।।
নিজমূর্তি-শিলাসব করি' নিজ-কোলে।
আপনা 'প্রকাশে' গৌরচন্দ্র কুতূহলে।।১৪।।
"মুঞি কলি-যুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রাম-রূপে কৈলুঁ সাগর-বন্ধন।।১৫।।
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হুঙ্কারে।।১৬।।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ।
মাগ' মাগ' আরে নাড়া, মাগ শ্রীনিবাস।।"১৭।।
দেখি' মহাপরকাশ নিত্যানন্দ-রায়।
ততক্ষণে তুলি' ছত্র ধরিল মাথায়।।১৮।।
বামদিকে গদাধর তাম্বূল যোগায়।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়।।১৯।।
ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ-মহেশ্বর।
যাঁহার যাহাতে প্রীতি, লয় সেই বর।।২০।।
কেহ বলে,—"মোর বাপ বড় দুষ্টমতি।
তা'র চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি।।"২১।।
কেহ মাগে' গুরু প্রতি, কেহ শিষ্য-প্রতি।
কেহ পুত্র, কেহ পত্নী,—যা'র যথা রতি।।২২।।
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া সবারে দিলা প্রেম-ভক্তি-বর।।২৩।।
মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন,—"গোসাঞি।
আইরে দেয়াব প্রেম, এই সবে চাই।।"২৪।।
প্রভু বলে,—"ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তাঁ'রে নাহি দিমু প্রেম-ভক্তির বিলাস।।২৫।।
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেম-ভক্তি-বাধ।।"২৬।।
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
"এ কথায় প্রভু, দেহত্যাগ সে সবার।।২৭।।

দেবানন্দ পণ্ডিত বহির্মুখ পড়ুয়াগণের সঙ্গদোষে মহাপ্রভুর নিকট বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি সাধারণের বিচারে শান্তশিষ্ট লোক বলিয়া গৃহীত হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আদর পাইলেন না। শ্রীমহাপ্রভু দেবানন্দকে 'ভাগবত' বলিয়া গ্রহণ না করায় তিনি তাঁহার কৃপাপাত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন না।।৫।।

সেবোন্মুখ না হইয়া ভগবন্নাম-জপাদি বা নানা প্রকার তপস্যা বৃথা শ্রম। ভগবৎসেবকের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও সেবোন্মুখতা-ধর্ম আত্মায় উন্মেষিত হইতে পারে না।।৭।।

বৈষ্ণবাপরাধী নামাপরাধ-বলে কৃষ্ণভজন করিতে সমর্থ হন না। যদিও নামসেবা করিবার অভিনয় দেখাইয়া ভগবৎকৃপা লাভ করিতেছেন----লোকদৃষ্টিতে এরূপ পরিদৃষ্ট হন, তথাপি ভগবান্ কখনও ভক্তবিরোধীর প্রতি প্রীতিমান্ হন না। এই জন্যই নামাপরাধ ত্যাগপ্রসঙ্গে প্রথমেই সাধুনিন্দা বর্জনীয়।।৮।।

শ্রীগৌরসুন্দরের জননী শচীদেবী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট অপরাধিনী হইয়াছিলেন বলিয়া সেই অপরাধ বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের প্রীতি অর্জন করিতে তিনি সমর্থ হন নাই।।১০।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রকাশ প্রদর্শন করিলে কোনও ব্যক্তি অপরাধী গুরুর প্রতি, অপরাধী পুত্রের প্রতি, অপরাধী শিষ্যের প্রতি, অপরাধিনী পত্নীর প্রতি----অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি তাহার প্রিয়-জ্ঞানে ভগবদ্ভক্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে সকল ব্যক্তিকেই তিনি যথাযোগ্য বর প্রদান করিয়াছিলেন।।১২।।

সকলকে কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় প্লাবিত করিতে দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরহরির জননীর প্রতি প্রেমভক্তিবিতরণের প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,----তিনি বৈষ্ণবাপরাধিনী, সুতরাং তাঁহার প্রেমভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই।।২৬।।

তুমি হেন পুত্র যাঁ'র গর্ভে অবতার।
তাঁর কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার।।২৮।।
সবার জীবন আই জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি' প্রভু, তানে হও ভক্তি-দাতা।।২৯।।
তুমি যাঁ'র পুত্র প্রভু,—সে সর্বজননী।
পুত্রস্থানে মা'য়ের কি অপরাধ গণি।।৩০।।
যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ।।''৩১।।

বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনের উপায়—

প্রভু বলে,—''উপদেশ কহিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি।।৩২।।
যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর।।৩৩।।
দুর্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি জান, তা'র ক্ষয় হইল কেমনে।।৩৪।।
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ।।৩৫।।
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেম-ভক্তি আমার আজ্ঞায়।।''৩৬।।

সকলের অদ্বৈত-সমীপে শচীমাতার অপরাধ-মোচনার্থ অনুরোধ এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শচী-মহিমা কীর্তন করিতে করিতে প্রেমাবেশ—

তখনে চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে।।৩৭।।
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
''তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন।।৩৮।।
যাঁ'র গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার।।৩৯।।
যে আইর চরণ-ধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জানি তিল-মাত্র।।৪০।।
বিষ্ণু-ভক্তিস্বরূপিণী আই জগন্মাতা।
তোমরা বা মুখে কেনে আন' হেন কথা।।৪১।।
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।।৪২।।
যেই গঙ্গা, সেই আই, কিছু ভেদ নাই।
দেবকী-যশোদা যেই, সে-ই বস্তু আই।।''৪৩।।
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য-গোসাঞি।
পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া, বাহ্য কিছু নাই।।৪৪।।

শ্রীবাস বলিলেন,----যে জননীর গর্ভে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ আপনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার প্রেমযোগে অধিকার হইল না----ইহা শ্রবণ করিলে ভক্তগণ আত্মবিনাশ কামনা করেন । গৌরসুন্দরের জননী জগদ্‌বাসী সকলেরই জননী, সুতরাং তিনি যাহাতে ভগবৎসেবান্মুখিনী হন, সেজন্য অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন।।২৮।।

আমি ভক্তির উপদেশ সকলকেই দিতে পারি সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর অপরাধ কিছুতেই মোচন করিতে সমর্থ নহি।।৩২।।

যেই বৈষ্ণবের নিকট যাঁহার অপরাধ ঘটে, তিনি ক্ষমা করিলেই অপরাধীর তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়----যেরূপ অম্বরীষ রাজার নিকট দুর্বাসার অপরাধ ঘটিয়াছিল। অদ্বৈতের পদধূলি যদি জননী দেবী মস্তকে ধারণ, করেন, তাহা হইলে অদ্বৈত প্রভু তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, এবং আমিও জননীকে ভগবদ্ভক্তি উপদেশ দিতে সমর্থ হইব।।৩৩-৩৮।।

ভক্তগণ যখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট শচীমাতার অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য সম্মুখ হইলেন, তৎকালে অদ্বৈত প্রভু ''বিষ্ণু'' স্মরণ করিয়া ঐ বাক্য শ্রবণে তাঁহার অপরাধ হইতেছে ভক্তগণকে জানাইলেন। যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অধমপুত্র, সুতরাং আমরা কি আমাদের জননীকে অপরাধিনী মনে করিতে পারি? কোথায়, আমি জননীর চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া আত্মপাবিত্র্য সাধন করিব, আর আজ তদ্বিনিময়ে তোমরা আমার ভক্তিপ্রাণতা নাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছ।।৩৮-৪০।।

পতিব্রতা জননী ঠাকুরাণী----সাক্ষাৎ মূর্তিমতী ভক্তি, সুতরাং তোমাদের মুখে এই অসংযত বাক্য নিতান্ত অনাদরণীয়।।৪১।।

শ্রীগৌরজননী শ্রীশচীদেবী যে 'আর্যা, শব্দে অভিহিত হইতেন, যদি ও প্রাকৃত বুদ্ধিতে তাদৃশ শব্দ উচ্চারিত হয়, তথাপি সেই শব্দোচ্চারণে জীব ত্রিবিধ তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।।৪২।।

বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে।
আচার্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে।।৪৫।।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবেশাবস্থায় শচীমাতার তৎপদধূলি গ্রহণ ও আবিষ্ট-ভাব—

পরম-বৈষ্ণবী আই—মূর্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁ'র শক্তি।।৪৬।।
আচার্য-চরণ-ধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই, বাহ্য নাহি জানে।।৪৭।।

বৈষ্ণবগণের শ্রীহরিধ্বনি—

''জয় জয় হরি'' বলে বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোঽন্যে করয়ে শ্রীচৈতন্য-কোলাহল।।৪৮।।
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি—আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য—অদ্বৈতানুভাবে ।।৪৯।।
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি'-ধ্বনি করে বৈষ্ণবমণ্ডল।।৫০।।

প্রভুর হাস্য ও জননীর অপরাধ খণ্ডনপূর্বক প্রেমদান—

হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে।।৫১।।
''এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর।।''৫২।।
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন।
'জয়-জয়-হরি'-ধ্বনি হইল তখন।।৫৩।।

প্রভুর জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্কীকরণ—

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান।।৫৪।।

সর্ব-ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরও বৈষ্ণবাপরাধ-ক্রমে দুর্ভাগ্যলাভ—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য—

'শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।'
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে।।৫৫।।

শাস্ত্রবাক্য অবহেলাপূর্বক সাধু-নিন্দায় দুর্গতি-প্রাপ্তি—

ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে।।৫৬।।

গৌরসুন্দরের জননী দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব-প্রদর্শন—

অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি' গণি।।৫৭।।

শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ (?) কি?—

বস্তুবিচারেতে সেহ অপরাধ নহে।
তথাপিহ 'অপরাধ' করি' প্রভু কহে।।৫৮।।
'ইহারে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে ঘোষে'?
'দ্বৈত' বলিলেন আই কোন অসন্তোষে।।৫৯।।
সেই কথা কহি, শুন হই' সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।।৬০।।

শচীদেবীর কথা বলিতে বলিতে অদ্বৈতপ্রভু বাহ্যসংজ্ঞাহীন হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন—আর্যা শচী ও গঙ্গা—একই বস্তু; দেবকী ও যশোদার সহিত তাঁহার ভেদ কল্পনা করিতে নাই।।৪৩।।

শচীদেবী—ভগজ্জননী, সুতরাং ভগবান্‌কে গর্ভে ধারণ করিবার সেবা-শক্তি তাঁহাতেই আছে। তিনি ভগবানের নিত্য ভক্তিমতী সেবিকা। সম্প্রতি অদ্বৈতপ্রভু বাহ্য-সংজ্ঞাহীন হওয়ায় সুযোগ বুঝিয়া জননী শচী তাঁহার পদরজঃ স্বীয় শিরে গ্রহণ করিলেন।।৪৫-৪৬।।

আচার্য পদধূলী গ্রহণ করিবামাত্র শচীদেবীর কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলতা সমৃদ্ধ হইল। শচীদেবীও বাহ্যসংজ্ঞা হারাইলেন।।৪৭।।

শচীর অদ্বৈতস্থানে অপরাধমোচন-শিক্ষা দিয়া ভগবান্ গৌরসুন্দর যে লীলা প্রকাশ করিলেন, তদ্দ্বারা-সর্বক্ষমতাবান্ ব্যক্তিও বৈষ্ণবাপরাধক্রমে সর্ববিধ সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হন—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য জানাইলেন।।৫৪।।

যে সকল অপরাধী মহাপাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের নিন্দা করিবার অপসাহস প্রদর্শন করে, দৈবদুর্বিপাকে সেই সকল পাপিষ্ঠ সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের জননী হইবার সৌভাগ্যবতী হওয়া সত্ত্বেও যখন বৈষ্ণবাপরাধ প্রবল বিক্রম প্রদর্শন করে, তখন সাধারণ অন্যের পক্ষে আর কি কথা।।৫৭।।

প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবন-দর্লভ-রূপ, মহা-তেজোময়।।৬১।।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ শরীর।।৬২।।
তান ব্যাখ্যা বুঝে, হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশুভাবে থাকে প্রভু বালক-সমীপে।।৬৩।।
একদিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর।।৬৪।।
ভট্টাচার্য-সভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি' বড় কৌতুক সভা'ত।।৬৫।।
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম সুন্দর।
হরিলেন সর্ব-চিত্ত সর্বশক্তি-ধর।।৬৬।।
এক ভট্টাচার্য বলে,—''কি পড় ছাওয়াল?''
বিশ্বরূপ বলে,—''কিছু কিছু সবাকার।।''৬৭।।
শিশু-জ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি' অহঙ্কার।।৬৮।।
নিজ কার্য করি' মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিল এক চড়।।৬৯।।
''যে পুঁথি পড়িস্ বেটা, তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া।।৭০।।
তোমারে ত' সবার হইল মূর্খজ্ঞান।
আমারেও দিলে লাজ করি' অপমান।।''৭১।।
পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ।।৭২।।
পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য-সব প্রতি বলেন হাসিয়া।।৭৩।।
''তোমরা ত' আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে আমা শাস্তি করাইলা।।৭৪।।
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা কারো লয় মনে।
সবে মেলি' তাহা জিজ্ঞাসহ আমা'-স্থানে।।''৭৫।।
হাসি' বলে এক ভট্টাচার্য,—''শুন শিশু।
আজি যে পড়িলে, তাহা বাখানহ কিছু।।''৭৬।।
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ-ভগবান্।
সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ।।৭৭।।
সবেই বলেন,—''সূত্র ভাল বাখানিলা।''
প্রভু বলে,—''ভাণ্ডাইলুঁ, কিছু না বুঝিলা।।''৭৮।।
যত বাখানিল, সব করিল খণ্ডন।
বিস্ময় সবার চিত্তে হইল তখন।।৭৯।।
এই মতে তিন বার করিয়া খণ্ডন।
পুনঃ সেই তিনবার করিল স্থাপন।।৮০।।
'পরম সুবুদ্ধি' করি' সবে বাখানিল।
বিষ্ণুমায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব না জানিল।।৮১।।
হেন মতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ।
ভক্তিশূন্য লোক দেখি' না পায় কৌতুক।।৮২।।

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের অভিন্ন বিগ্রহ।।৬২।।

বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তদর্থবিজ্ঞানে কোন পণ্ডিতই সমর্থ ছিলেন না। বিশ্বরূপ সাধারণ বালকের ন্যায় শৈশবোচিত বিচারে অবস্থিত ছিলেন।।৬৩।।

বিশ্বরূপকে একজন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন----'হে বৎস! তুমি পঠনরাজ্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছ?' তদুত্তরে বিশ্বরূপ বলিলেন,----''আমি সকল শাস্ত্রে কিছু কিছু অধিকার লাভ করিয়াছি।'' তাহাতে পিতা জগন্নাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া বালক বিশ্বরূপকে তাড়না করিলেন।।৬৭।।

পিতৃকর্তৃক তাড়িত হইয়া পুনরায় পণ্ডিত সভায় গিয়া তাঁহাদের দ্বারা পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি তখন বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিলেন। তাহাতে শ্রোতৃবর্গ পরম সন্তোষ লাভ করায় সেই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তিনি পুনরায় ব্যাখ্যা করেন। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রতিপক্ষে পুনরায় তৃতীয় ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বমত স্থাপন করেন।।৮০।।

বিশ্বরূপ স্বয়ং ভগবদ্বস্তু সুতরাং পণ্ডিতকুল বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া তত্ত্ববিষয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাহাদের আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি উন্মেষিত না হওয়ায় উক্ত ব্যাখ্যা-বোধে অধিকার হয় নাই। তাহাতে সঙ্কর্ষণপ্রভু বিস্মিত হন নাই।।৮১।।

ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার।।৮৩।।
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন ব্যয়।
কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণ ধর্ম কেহ না জানয়।।৮৪।।
যত অধ্যাপক সব–তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা—কিছুই না জানে।।৮৫।।
যদি বা পড়ায় কেহ ভাগবত-গীতা।
কেহ না বাখানে ভক্তি, করে শুষ্ক চিন্তা।।৮৬।।
সর্ব-স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়।।৮৭।।
সকলে অদ্বৈত-সিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি।
পড়াইয়া 'বাশিষ্ঠ' বাখানে কৃষ্ণভক্তি।।৮৮।।
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে, হেন কোন্ আছে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে।।৮৯।।
চতুর্দিকে বিশ্বরূপ পায় মনো-দুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেম-সুখ।।৯০।।
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ-সহিত অদ্বৈত রস-রঙ্গে।।৯১।।
পরম বালক প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
কুটিল কুন্তল, বেশ অতি মনোহর।।৯২।।
মা'য়ে বলে,—"বিশ্বম্ভর, যাহ রড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি' আন গিয়া।।"৯৩।।
মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা—যথা অদ্বৈতের ঘর।।৯৪।।
বসিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন।।৯৫।।
বিশ্বম্ভর বলে,—"ভাই, ভাত খাও গিয়া।
বিলম্ব না কর", বলে হাসিয়া হাসিয়া।।৯৬।।
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবে দেখে শিশুরূপ পরম সুন্দর।।৯৭।।
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত আচার্য।
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি' কার্য।৯৮।।
এই মত প্রতিদিন মা'য়ের আদেশে।
বিশ্বরূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে।।৯৯।।
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে—দেখি' বিশ্বম্ভর।
"মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর।।১০০।।
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহার প্রভু মোহে, মোর মন।।"১০১।।
সর্বভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে অদ্বৈত ঝাট চলি' যায় ঘর।।১০২।।

সাংসারিক-বিচারে প্রমত্ত হইয়া জীবের পরম মঙ্গলময় বিষ্ণুভক্তির প্রতিষ্ঠা সাধারণে অনুমোদন করেন নাই। বৈষ্ণবগণই যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কীর্তিমন্ত, তাদৃশ বিচারে ব্যবহার-রস-মুগ্ধ-জনগণ বুঝিতে পারেন নাই।।৮৩।।

সাংসারিক লোক কর্মফল-জন্য দুঃখের অপসারণকেই 'ধর্ম' বলিয়া মনে করে। পিতৃবর্গ যে ধন উপার্জন করেন, তাহা তাঁহাদের পুত্রগণের সৌখ্যবিবর্ধনের জন্য বিবাহাদিতে ব্যয় করা সঙ্গত মনে করেন। সঞ্চিত অর্থের দ্বারা কৃষ্ণপূজা ও কৃষ্ণধর্মের অভিজ্ঞান লাভ কেহই অনুমোদন করেন নাই; এমন কি অদ্যাবধি অবিবেচক ব্যক্তিগণ কর্মফলপীড়িতজনগণের সাহায্যার্থে আত্মনিয়োগকেই কৃষ্ণপূজা ও কৃষ্ণাভিজ্ঞান লাভ অপেক্ষা বহুমানন করেন।।৮৪।।

পণ্ডিত অধ্যাপক-সকল জড়েন্দ্রিয়ের বিচার-তর্কের প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণার্চনই যে সর্বোত্তম—ইহাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।।৮৫।।

ভাগবত ও গীতা প্রভৃতি সৎশাস্ত্র ছাত্রগণকে অধ্যাপন করাইয়াও অধ্যাপক মহাশয় নিজের মঙ্গল সাধন করার পরিবর্তে কুতর্ক ও শুষ্ক চিন্তা দ্বারা বাহ্যবিচার প্রদর্শন করেন।।৮৬।।

'যোগবাশিষ্ঠ'-ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহাতে অদ্বৈত প্রভু 'কৃষ্ণভক্তি' ব্যাখ্যা করেন। তিনি সম্পূর্ণ কৃষ্ণশক্তি ধারণ করিয়া 'বৈষ্ণবাগ্রণী-নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ জগতে কোথাও হরিভক্তির কথা শুনিতে না পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হন। তজ্জন্য তিনি অদ্বৈতপ্রভুর সর্বতোভাবে সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইতেন।।৮৮।।

নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ গোঙায়েন রঙ্গে।।১০৩।।
বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তার।
অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দ-কলেবর।।১০৪।।
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কতদিনে।।১০৫।।
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।।১০৬।।
করি' দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
নিরবধি আইর বিদরে শোকে বুক।।১০৭।।
মনে মনে গণে, আই হইয়া সুস্থির।
"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির।।"১০৮।।
তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে।
কিছু না বলয়ে, মনে মহা-দুঃখ পায়ে।।১০৯।।
বিশ্বম্ভর দেখি' সব পাসরিলা দুঃখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাড়া'য়েন সুখ।।১১০।।
দৈবে কতদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস।।১১১।।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি' থাকে অদ্বৈতের ঘর।।১১২।।
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি' আই।
"এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য গোসাঁই।।"১১৩।।
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বলে, 'অদ্বৈত',—'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি।।১১৪।।
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির।।১১৫।।
অনাথিনী-মোরে ত' কাহারো নাহি দয়া।
জগতে 'অদ্বৈত', মোহে সে 'দ্বৈত-মায়া'।।১১৬।।
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞী।।১১৭।।

শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দে ভেদ-বুদ্ধিকারী মূঢ়গণের শিক্ষার্থ প্রভুর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণ—

এ-কালে যে বৈষ্ণবেরে 'বড়' 'ছোট' বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক, সে জানিবে কত কালে।।১১৮।।
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান।।১১৯।।
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি' বৈষ্ণব নিন্দে' পাইবে বন্ধন।।১২০।।
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র বলিলেন ইহা।।১২১।।
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন,—সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ।।১২২।।
অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া।।১২৩।।

শ্রীবিশ্বরূপ অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গলাভে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তপথের যাত্রী হইলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম 'শঙ্করারণ্য' হইল। তজ্জন্য অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গলাভে বিশ্বরূপের গৃহ-পরিত্যাগ দেখিয়া জননী শচীদেবী অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি অসন্তুষ্ঠা হইলেন। প্রকাশ্যভাবে শচীদেবী অদ্বৈতপ্রভুর আচরণের গর্হণ করেন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার নিকট শচীদেবীর অপরাধের অভিনয় ঘটিয়াছিল।।১০৬।।

শ্রীগৌরহরি স্বীয় পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর নিকট অবস্থান করেন বলিয়া শচীদেবীর অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি আরও অধিকতর বীতরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।।১১২।।

শচীদেবী ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, আমার একটি মাত্র পুত্র সম্প্রতি সংসারে আছে, অপর পুত্রটিকে অদ্বৈতপ্রভু পরামর্শ দিয়া যতিধর্মে নিয়োগ করায় আমি সেই পুত্রের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আবার আমার এই পুত্রটিকেও পরামর্শ দিতেছেন, সুতরাং অদ্বৈতপ্রভু জগতের নিকট 'অদ্বৈত' বলিয়া পরিচিত হইলেও আমার নিকট মায়াজাল বিস্তার করিতেছেন।' এই অপরাধফলে (?) শচীদেবী ভগবৎসেবাবিমুখিনী হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন।।১১৩-১১৭।।

যে বলিবে অদ্বৈতেরে 'পরম বৈষ্ণব'।
তাহারে বেড়িয়া লঙ্ঘিবে পাপী সব।।১২৪।।
সে-সব-গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
এত বড় শক্তি নাহি—এ দণ্ড দেখিতে।।১২৫।।
সকল-সর্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর।।১২৬।।
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণবেরে।।১২৭।।
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ।
তা'র রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন।।১২৮।।
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়।।১২৯।।
বড় অধিকারী হয়, আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে—গণ-সহ অধঃপাতে যায়।।১৩০।।

চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কা'র?
জননীর লক্ষ্যে দন্ড করিল সবার।।১৩১।।
যে বা জন অদ্বৈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে।
নিন্দা করে, দণ্ড করে, মরে ভাল-মতে।।১৩২।।
সর্ব-প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে তাহার অনুচর।।১৩৩।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিষ্কপট হঞা।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া।।১৩৪।।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি।।১৩৫।।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়।।১৩৬।।
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে।।১৩৭।।

কতিপয় ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের জননীর অদ্বৈতচরণে অপরাধ(?) বিচার করিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রান্ত হইবে এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর তারতম্যবিচারে নিত্যানন্দের স্থান অপেক্ষাকৃত হীনতর মনে করিবে। ইহারা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবকদ্বয়ের মধ্যে 'কে বড়' ও 'কে ছোট' মনোধর্মে বিচার করিবার গুরুতর ফল অচিরে জানিতে পারিবে। স্বীয় জননীর দ্বারা অদ্বৈতপ্রভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানাইয়া দিলেও মূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ' বলিয়া যেন মনে না করে----এইজন্য স্বীয় ভক্ত অদ্বৈতকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জ্ঞাপন ও প্রচার করাই শ্রীগৌরহরির উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় দুষ্ট স্তাবক তাঁহাকে পাছে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া স্থির করে এবং শ্রীগৌরসুন্দরকে ও শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার অনুগত ব্যক্তি বলিয়া মনে করে----সেই অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই অদ্বৈতপ্রভুকে বৈষ্ণবত্বে স্থাপনোদ্দেশ্যেই জননীর অপরাধ ক্ষমাপন করাইলেন।।১১৮-১১৯।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ নহেন, তিনি পরম বৈষ্ণব----এই কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য পাপিষ্ঠ অপরাধিগণ স্তাবকসূত্রে অদ্বৈতপ্রভুকে লঙ্ঘন করিবে।।১২৪।।

বৈষ্ণবের শিষ্যাভিমানে অপর বৈষ্ণবে নিন্দা করিলে কখনও বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ শিষ্যকে রক্ষা করেন না। শ্রীনিত্যানন্দের অবজ্ঞা করিয়া অদ্বৈতের স্তাবক-গণের গৌরবপাত্র হইবার চেষ্টা করিলে অদ্বৈতপ্রভু কখনও সেই দুষ্ট মত সমর্থন করেন না। যাহারা গুরুর আসন লাভ করিয়া বৈষ্ণবনিন্দা করেন ও বৈষ্ণবনিন্দক শিষ্যের পক্ষ সমর্থন করেন, তাহাদের অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী।।১২৮।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে যাহারা 'বৈষ্ণব' না বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণত্বে স্থাপন করেন, তাহাদের কলহ অদ্বৈতপ্রভুর নিন্দারূপেই পরিণত হয়। এই সকল নিন্দকের বিনাশ-লাভ অবশ্যম্ভাবী।।১৩২।।

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত ভৃত্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা অদ্বৈত প্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলেন, তাহারা শ্রনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন।।১৩৪।।

শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহে শ্রীঅদ্বৈতাদি বৈষ্ণব-বর্গকে চিনিতে পারা যায় এবং নিত্যানন্দের কৃপাতেই শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া জানা যায়।।১৩৫।।

নিত্যানন্দ-ভক্ত সবদিকে সাবধান।
নিত্যানন্দ-ভৃত্যের' চৈতন্য'-ধন-প্রাণ।।১৩৮।।
অল্প ভাগ্যে নাহি হয় নিত্যানন্দ দাস।
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।।১৩৯।।
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্ত-দাস নিত্যানন্দ-প্রাণ।।১৪০।।

নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ—অভিন্ন—

নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ—অভেদ শরীর।
আই ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর।।১৪১।।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জয়গান—

জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শরণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র-বদন।।১৪২।।
গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায়? ১৪৩।।

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ-চরণে লৌল্য—

নিত্যানন্দ-হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার।।১৪৪।।
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ-সঙ্গে এক-ঠাঁই।।১৪৫।।
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর।।১৪৬।।

গ্রন্থকারের সভৃত্য-অদ্বৈত-প্রভুর চরণে নমস্কার—

অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তা'ন প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার।।১৪৭।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন-দাস তছু পদযুগে গান।।১৪৮।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শচ্যপরাধ-মোচনং নাম তথা নিত্যানন্দ গুণবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় দুষ্ট অদ্বৈতস্তাবকগণের বর্ণিত নিন্দা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহেই ভগবানে সেবোন্মুখতা বৃদ্ধিলাভ করে।।১৩৬।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও বিশ্বরূপ—বস্তুতঃ পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। শ্রীশচীদেবী ইহা সর্বতোভাবে অবগত ছিলেন। অদ্বৈতের আনুগত্যে বিশ্বরূপের সৎশিক্ষা লাভ হইয়াছে জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও অদ্বৈতের অনুগত—এরূপ বিচার সমীচীন নহে।।১৪১।।

গৌড়দেশের দিক্‌পাল—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যপাদ-পদ্মে কাহারও মতি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলে জীবের কোনরূপ সুখোদয় হইতে পারে না।।১৪৩।।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের সর্বতোভাবে সেবা করেন, সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের নিত্যভৃত্যগণ শ্রীনিত্যানন্দের প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগ্রহ লাভ করিবেন—এরূপ আশা পোষণ করেন।।১৪৬।।

শ্রীল অদ্বৈতের প্রকৃত স্তাবকগণের চরণে আমার মতি থাকুক। দুষ্ট শিষ্যগণের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।।১৪৭।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।